আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অপর কোন বিধানের দ্বারা বিচার/ফায়সালা করার ব্যাপারে ইমাম ইবনে কাসীরের (রঃ) ফাত্ওয়া

আলোচনায়

শাইখ আব্দুল ক্বাদির ইবনে আব্দুল আযিয (দাঃ বাঃ)

পরিবেশনায়

بسم الله الرحمن الرحيم

ইবনে কাসীর (রঃ) এর ফাত্ওয়া

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

"তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? আল্লাহর চাইতে বিধান প্রদানে দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য কে উত্তম?"

- সূরা আল -মায়িদাহ ,আয়াতঃ৫০

আর মহামর্যাদাবান আল্লাহ তাআলার উপরোক্ত উক্তির তাফসীরে, আল্লামা ইবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন,

"মহামর্যাদাবান আল্লাহ তাআলা এখানে (প্রথমাংশে) তাদের প্রতি নির্দেশ করেছেন যারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে এবং যারা কোন মতামত- গ্রহন বা পরিভাষা- অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান (শরীয়াত) ব্যতীত অপর এমন কোন বিধানের দিকে গমন করে যা আল্লাহর আইনের (শরীয়াত) উপর ভিত্তি না করে নিছক মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে। তাদের এই কাজ ঠিক ইসলামপূর্ব জাহিলিয়্যাতের মানুষদের ন্যায়, যারা নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতা অনুসারে তাদের নিজেদের জন্য বিধি- বিধান উদ্ভাবন করতো এবং সেই অনুসারেই বিচার- ফায়সালা করতো।

আর একইরূপে, তাতাররা শাসন করতো রাজ্যভিত্তিক রাজনীতি অনুসারে। আর তাদের এই শাসন ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত ছিলো তাদের রাজা চেঙ্গিস খানের উদ্ভাবিত 'আল- ইয়াসিক্ব' অনুসারে, যা ছিল একটি কিতাব, যাতে সে ইহুদী, খ্রীষ্টান, দ্বীন ইসলাম ও অন্যান্য কিছু উৎস থেকে বিভিন্ন আইন সংগ্রহ করে সন্নিবেশিত করেছিল। আর এছাড়াও এতে ছিল আরোও কিছু বিধি- বিধান যা সে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও খেয়াল- খুশী থেকে নিয়েছিল। আর এভাবে তার উদ্ভাবিত আল- ইয়াসিক্ব নামের কিতাবটিকে সে তার বংশধরদের জন্য একটি অনুসরণীয় বিধান বা সংবিধানে পরিণত করেছিল। আর ঐ বিধানকে তারা (চেঙ্গিস খানের অনুসারীগণ) আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত এর উপর প্রাধান্য দিয়েছিল।

সুতরাং, যে কেউ এরূপ করে, তবে সে একজন কাফির, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশনার দিকে এমনভাবে ফিরে আসে যে, সে এটি (কিতাব ও সুন্নাহ্) ব্যতীত অপর কোন কিছু দিয়ে যে কোন বিষয়ে বিচার- ফায়সালা করে না, বিষয়টি যত ছোট বা বড়ই হোক না কেন।

তিনি (মহামর্যাদাবান আল্লাহ তা'আলা) বলেছেন, **'তবে কি তারা জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে ?...'** অপর ভাষায়, তারা মানুষের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার থেকে সৃষ্ট মানব- রচিত বিধানের অন্বেষণ করে এবং সেই দূষিত বিধান অনুসারে বিচার- ফায়সালা করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং এভাবে তারা আল্লাহর হুকুম (শরীয়াত) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। **'...আল্লাহর চাইতে বিধান প্রদানে দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য কে উত্তম ?'** অপর ভাষায়, যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, আল্লাহই সবচাইতে বিচক্ষণ ও সর্বশ্রেষ্ট বিচারক এবং আল্লাহই তাঁর সৃষ্টির প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়াশীল এমনকি একজন মা তার শিশুর প্রতি যেরূপ দয়াশীল তার চাইতেও বেশী, সেই ব্যক্তির বিচার- ফায়সালা করার জন্য আল্লাহর চাইতেও অধিক ন্যায়পরায়ণ আর কেউ আছে কি? কারণ মহামর্যাদাবান আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর সম্পর্কে সম্যক অবগত, সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান, এবং সর্ব বিষয়ে সবচাইতে ন্যায়পরায়ণ।"

আলোচক শাইখ আব্দুল ক্বাদির ইবনে আব্দুল আযিয (দাঃ বাঃ)

- তাফসীর ইবনে কাসীর, ভলিউম ২/৬৭

এই ফাত্ওয়ার উপর ৬টি শিক্ষণীয় বিষয়

প্রথমতঃ

সাতশত বছর পূর্বে প্রদানকৃত ইবনে কাসীর (রঃ) এর এই ফাত্ওয়াটি আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্নরূপে প্রযোজ্য। আর যারা এটিকে শুধুমাত্র তাতারদের জন্যই প্রযোজ্য বলে মনে করে, তারা ভুল করছে। কারণ তাঁর এই ফাত্ওয়াটি সার্বজনীন এবং যে কেউ আল্লাহর বিধান (শরীয়াত) ত্যাগ করে মানব- রচিত বিধানের দিকে গমন করে, তার জন্যই তা সাথে সাথে প্রযোজ্য হয়ে পড়ে।

আর এই ফাত্ওয়াটি বর্তমান সময়ে উদ্ভাবিত মানব- রচিত আইনসমূহের আইনপ্রণেতা, এসকল আইনানুসারে বিচার- ফায়সালাকারী ও এসকল আইনের সাথে জড়িত লোকদের ক্ষেত্রে সম্পূর্নরূপে প্রযোজ্য, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে এবং মানুষের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার থেকে সৃষ্ট মানব- রচিত বিধানের দিকে গমন করে। এরপর ইবনে কাসীর (রঃ) এই ব্যাপারে দুইটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথমটি হল তাঁর (রঃ) উক্তি, "ঠিক ইসলামপূর্ব জাহিলিয়্যাতের মানুষদের ন্যায়, যারা নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতা অনুসারে তাদের নিজেদের জন্য বিধি- বিধান উদ্ভাবন করতো এবং সেই অনুসারেই বিচার- ফায়সালা করতো।"

এবং দ্বিতীয়টি হল তার উক্তি, "আর একইরূপে তাতাররা শাসন করতো।"

সুতরাং এখানে এটি পরিষ্কার যে, তাঁর (রঃ) এই ফাত্ওয়ায় তাতারদেরকে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ছিল উদাহরণ দেয়া, ফাত্ওয়াটিকে শুধুমাত্র তাতারদের জন্যই নির্দিষ্ট করা তাঁর (রঃ) উদ্দেশ্য ছিলো না। আর ঠিক এই কারণে তিনি (রঃ) তাঁর ফাত্ওয়াটিতে কিছু সাধারণ শব্দমালার মাধ্যমে উপসংহার টেনেছেন। তাঁর ফাত্ওয়ার উপসংহার স্বরূপ তিনি বলেছেন,

"সুতরাং, যে কেউ এরূপ করে, তবে সে একজন কাফির, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব"

এটি ছিল একটি শর্তভিত্তিক উক্তি যার সূচনা হয়েছিল একটি শর্তসূচক "যে কেউ" এর মাধ্যমে।

সুতরাং, এটি তার পক্ষ থেকে একটি সাধারণ বা সার্বজনীন উক্তি যা এই ফাত্ওয়াটির ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যাসমূহকে (যেমনঃ এই ফাত্ওয়াটির কেবলমাত্র তাতারদের জন্যই নির্দিষ্ট হওয়া) খন্ডন করে দেয়। আর মহামর্যাদাবান আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁর প্রতি রহম করেন।

দ্বিতীয়তঃ

তাঁর (রঃ) উক্তি, "যা ছিল একটি কিতাব, যাতে সে ইহুদী, খ্রীষ্টান, দ্বীন ইসলাম ও অন্যান্য কিছু উৎস থেকে বিভিন্ন আইন সংগ্রহ করে সন্নিবেশিত করেছিল। আর এছাড়াও এতে ছিল আরোও কিছু বিধি- বিধান যা সে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও খেয়াল- খুশী থেকে নিয়েছিল" – যা বর্তমান সময়ের নব- উদ্ভাবিত মানবরচিত আইনসমূহের ক্ষেত্রে সম্পূর্নরূপে প্রযোজ্য,

যেগুলোকে মুসলিম ভূখন্ডসমূহে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কারণ, যদিও সেগুলোতে কিছু ইসলামিক আইনও রয়েছে, কিন্তু মূলতঃ সেগুলো হল মানুষের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার সমষ্টি। আর কিছু ইসলামিক আইন থাকা এই বাস্তবতাকে পরিবর্তিত করতে পারে না, সেগুলো তারপরেও কুফর এর আইন। কারণ, যে কেউই কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করে আবার কিছু অংশে অবিশ্বাস করে, তবে সে সম্পূর্ণ কিতাবেই অবিশ্বাস করেছে।

আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের দ্বারা সংগঠিত কুফরের ঘোষণা দিয়েছিলেন, যখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির বিধানসমূহ (হুদূদ) থেকে একটি বিধানকে (পাথর নিক্ষেপণ) পরিবর্তন করেছিল। তাহলে নব- উদ্ভাবিত মানব- রচিত আইনসমূহের ব্যাপারটি কিরূপ হবে যা সকল শাস্তির বিধান সমূহকে (হুদূদ) অপসারিত করে ?[১]

তৃতীয়তঃ

আল- ইয়াসিক্ব সম্পর্কে তাঁর (রঃ) উক্তি, ... "আর এভাবে তার উদ্ভাবিত আল- ইয়াসিক্ব নামের কিতাবটিকে সে তার বংশধরদের জন্য একটি অনুসরণীয় বিধান বা সংবিধানে পরিণত করেছিল।" ... অপর ভাষায়, চেঙ্গিস খানের বংশধরের মাঝে তাতাররা অন্তর্ভুক্ত। আর এর থেকে যে বিষয়টি ফুটে উঠে তা হল, বর্তমান সময়ের শাসকেরা কুফরের দিক থেকে তাতারদের থেকেও প্রবল। যদিও উভয় দলই (তাতাররা এবং বর্তমান দিনের শাসকেরা) বাহ্যিক ইসলাম প্রদর্শন করেছে এবং এর কিছু বাহ্যিক স্পষ্টত প্রতীয়মান বিষয়াদিরও অনুসরণ করেছে, এবং একই সাথে তারা আল্লাহর বিধান ব্যতীত অপর কোন বিধানের দ্বারা বিচার- ফায়সালাও করেছে। কিন্তু, তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উভয় দল ভিন্নতা প্রকাশ করে। আর তা হল, মুসলিম ভূখন্ডসমূহ দখল করা এবং নিজেদের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা উঠিয়ে নেয়া সত্ত্বেও তাতাররা মুসলমানদেরকে তাদের কুফরের বিধান 'আল- ইয়াসিক্ব' এর দ্বারা তাদের মাঝে বিচার- ফায়সালা করার জন্য বলপ্রয়োগ করেনি। বরং তাতাররা শুধু নিজেদের মাঝেই এটার দ্বারা বিচার- ফায়সালা করতো। অপরদিকে মুসলমানদের মাঝে বিচার- ফায়সালার জন্য শরীয়াত সম্মত পদ্ধতিই সক্রিয় ছিল।

আর সম- সাময়িক শাসকদের ব্যাপারে কথা হলো, তারা কুফরের বিধানসমূহ মুসলিমদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিয়েছে। আর তারা মুসলমানদেরকে তাদের নিয়মানুসারে (মানব- রচিত বিধানের অনুসারে) শাসন করতে এবং বিচারকাজ সমূহকে তাদের রচিত বিধানের দিকেই নিয়ে যাবার জন্য বাধ্য করেছে। এবং তারা 'দ্যা ফ্যাকালটিস অফ রাইট' (অধিকার বিষয়ক শিক্ষাবিভাগসমূহ) নামক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে, যাতে এমনসব লোকদেরকে পাঠানো যায় যারা এ সকল আইনসমূহের দ্বারা মুসলিমদের মাঝে বিচার- ফায়সালা করার দায়িত্ব নিতে পারে। অথচ এগুলোর কোনটিই তাতাররা করেনি, যাদের ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) এবং তাঁর পরবর্তীতে ইবনে কাসীর (রঃ) তাদের কুফরের ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন। কারণ তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অপর কোন বিধানের দ্বারা বিচার- ফায়সালা করতো।

চতুর্থতঃ

ইবনে কাসীরের (রঃ) উক্তি, ... "তাতাররা শাসন করতো রাজ্যভিত্তিক রাজনীতি অনুসারে। আর তাদের এই শাসন ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত ছিলো তাদের রাজা চেঙ্গিস খানের উদ্ভাবিত 'আল- ইয়াসিক্ব' অনুসারে, যা ছিল একটি কিতাব" ... "সুতরাং, যে কেউ এরূপ করে, তবে সে একজন কাফির, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব"...

এ পর্যন্ত কথাসমূহে সেই সন্দেহটির খন্ডন করা হয়েছে যা অনেকে মুরতাদ শাসকদের রক্ষার জন্য উপস্থাপন করে থাকে। আর তা হল, অনেকে এমন কথা বলে থাকে যে, "এ সকল শাসকেরা তো প্রকৃতপক্ষে এসব আইনসমূহ উদ্ভাবন করেনি এবং

মুসলিম ভূখন্ডসমূহে এগুলোকে প্রবেশ করায়নি বরং আগে থেকেই এগুলো উপস্থিত ছিল। এই শাসকেরা তো আগের থেকে চলে আসা এইসব আইনসমূহকে শুধুমাত্র বজায় রেখেছেন।"

সুতরাং, আমি বলি যে, তারা (বর্তমান শাসকেরা) তাদেরই (তাতারদের) অনুরূপ যাদের ব্যাপারে ইবনে কাসীর (রঃ) তাদের কুফরের ব্যাপারে ফাত্ওয়া দিয়েছিলেন। কারণ তাতাররাও প্রকৃতপক্ষে 'আল- ইয়াসিক্ব' নামক কিতাবটি তৈরী করেনি। বরং তাদের জন্য যে ব্যক্তিটি এটি তৈরী করেছিল তাদের আদর্শ, তাদের রাজা চেঙ্গিস খান, যে ৬২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছিল। অপরদিকে, ইবনে কাসীর (রঃ) ৭০০ হিজরীর পূর্বে জন্মগ্রহনই করেননি। এরপরেও তিনি চেঙ্গিস খানের বংশধরদের কুফরের ব্যাপারে ফাত্ওয়া প্রদান করেছিলেন, যারা একদিকে প্রকাশ্যভাবে নিজেদের ইসলামের ঘোষণা দিয়েছিল এবং অপরদিকে বিচার- ফায়সালা করছিল তাদের পূর্বপুরুষদের আইনসমূহের দ্বারা। সুতরাং, চেঙ্গিস খানের অবস্থা এবং তাতারদের অবস্থা একই ছিল।

এমনকি ইবনে কাসীরের (রঃ) ফাত্ওয়ার পূর্বে আমাদের কাছে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর ফাত্ওয়া রয়েছে। এর কারণ হল, যারা (ইহূদীগণ) বিবাহিত ব্যাভিচারীর ক্ষেত্রে রজমের হুকুম পরিত্যাগ করেছিল তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেনঃ ..."আল -কাফিরূন" [সূরা আল মায়িদাহঃ ৪৪]। তারা সেই ব্যাপারে আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করেছিল, আর সেই সাথে একটি প্রতিস্থাপিত আইনের দ্বারা সেই বিষয়টির বিচার- ফায়সালা করছিল। যে সব ইহূদী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে উপস্থিত ছিলো, তারা এই প্রতিস্থাপক আইনের উদ্ভাবন করেনি, বরং তাদের পূর্বপুরুষেরাই ছিল এই প্রতিস্থাপক আইনের প্রকৃত উদ্ভাবনকারী। আর এই ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা এই আয়াত সম্পর্কিত হাদীসসমূহে আলোচনা হয়েছে, বিশেষভাবে সেসকল হাদীসগুলোতে যা ইমাম আত্- তাবারী (রঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইহূদীদের থেকে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি রজমের শাস্তি পরিত্যাগ করেছিল এবং এর বিধানকে প্রতিস্থাপিত করেছিল, সে হল ইহুদীদের একজন রাজা। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় যখন ইহূদীদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন ইহূদীদের কোন রাজা ছিল না। সুতরাং, তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা সংঘটিত আল্লাহর এই আইনের প্রতিস্থাপন তাদের প্রতি কুফরের হুকুম প্রয়োগ করা প্রতিরোধ করেনি, যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগের ইহূদীরা সেই প্রতিস্থাপক আইনের ব্যাপারে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে অনুসরণ করেছে।

পঞ্চমতঃ

ইবনে কাসীরের (রঃ) উক্তি ... "সুতরাং, যে কেউ এরূপ করে, তবে সে একজন কাফির" ... এর সাথে সংশ্লিষ্ট। লক্ষ্য করুন, এখানে তিনি শুধুমাত্র সেই আমলটির উপর ভিত্তি করে সেটিকে কুফর বলে বর্ণনা করেছেনঃ "সুতরাং, যে কেউ এরূপ করে, তবে সে একজন কাফির।" অপর ভাষায়, যে কেউ নব- উদ্ভাবিত মানব- রচিত সংবিধান/বিধিবিধান/আইনসমূহের দ্বারা শাসন/বিচার- ফায়সালা করে, তবে সে কুফর করেছে।

আর লক্ষ্য করুন, তিনি বর্তমান সম- সাময়িক অনেক ব্যক্তির ন্যায় এই কথা বলেননি যে, "যে কেউ এরূপ করে (আল্লাহর বিধান ব্যতীত অপর কোন বিধানের দ্বারা শাসন/বিচার- ফায়সালা করে) তবে সে কুফর করেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর বিধান ব্যতীত অপর কোন বিধানের হালাল হওয়া বিশ্বাস করে অথবা এটিকে নিজের জন্য হালাল করে অথবা আল্লাহর বিধানকে বাতিল করে।"

আলোচক শাইখ আব্দুল ক্বাদির ইবনে আব্দুল আযিয (দাঃ বাঃ)

কারণ এই ধরনের শর্তাবলী সম্পূর্ন ভিত্তিহীন (ফাসিদ)। আর এই ধরনের কথা হল কট্টরপন্থি মুরজিয়াদের কথা, যাদের কুফরের ব্যাপারে সলফে সালেহীনরা ঘোষণা দিয়ে গেছেন। এই বিষয়টি এই গবেষণায় আলোচিত হয়েছে এবং এই বিষয়ের ৫ম অধ্যায়ের ১৬তম পরিচ্ছেদে এসেছে। আর এই আলোচনার উপসংহার ছিলো, ইহজীবনে একটি কথা বা কাজের উপরে কুফরের হুকুম প্রযোজ্য হতে পারে, যদি শরীয়াতের দলীল অনুসারে এটির (কোন কথা বা কাজ) কুফর হওয়া প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর আমাদের আলোচ্য এই ক্ষেত্রে শরীয়াতের দলীল যা নির্দেশ করে তা হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তা পরিত্যাগ করে অথবা এটি ব্যতীত অপর কোন বিধানের দ্বারা শাসন/বিচার- ফায়সালা করে অথবা এটি ব্যতীত অপর কোন বিধানের উদ্ভাবন করে, তবে সে কুফর করেছে। এটির ব্যাখ্যা আমাদের ষষ্ঠ প্রসঙ্গটিতে এসেছে।[১]

ষষ্ঠতঃ

ইবনে কাসীরের (রঃ) এই ফাত্ওয়াকে সামনে রেখে বর্তমান বাস্তবতাকে যেভাবে উপলব্ধি করা যায় তা হল, বর্তমান সম-সাময়িক শাসকদেরকে এই ফাত্ওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট করে এই ফাতওয়া অনুযায়ী আমল করা (অর্থাৎ, বর্তমান সম- সাময়িক শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা) হালাল। কারণ তাদের ক্ষেত্রে শরীয়াত অনুসারে এই বিধিই প্রযোজ্য, যা পূর্বের আলোচনায় উঠে এসেছে। যদিও ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং সপ্তম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত ইজমাতে পূর্বে উল্লেখকৃত দলীলসমূহ রয়েছে, তবে এই দলীলসমূহ এবং ইবনে কাসীর(রঃ) কে তাঁর ফাত্ওয়ার ব্যাপারে অনুসরণ করা ছাড়াও এই বিষয়টি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট দলীল রয়েছে। তা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে, ইবনে কাসীরের (রঃ) অনুসরণ (তাক্বলীদ) করা হালাল, যা এই বইটির পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যার শিরোনাম 'যে ব্যক্তি ফাত্ওয়া দেন তাঁর ব্যাপারে বিধি সম্পর্কিত প্রসঙ্গ'।

ঐ অধ্যায়ে ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) বলেছেন,

"যে সকল দলীলসমূহ একটি আমাল করার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সে সকল দলীলসমূহের কথা বিবেচনা না করে কোন জীবিত ব্যক্তির জন্য কি কোন মৃত ব্যক্তির অনুসরণ (তাক্বলীদ) করা এবং তার ফাত্ওয়ার উপর আমাল করা বৈধ? ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফিই (রঃ) এর সহচরদের মতানুযায়ী এই ব্যাপারটির ক্ষেত্রে দুইটি মত রয়েছেঃ

---

[১] ইবনে কাসির (রঃ) শুধু তাঁর তাফসীরেই নয়, 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' (১৩/১১৯) এ বলেন – "কাজেই যে শেষ নবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর অবতীর্ণ শরীয়াতকে অবহেলা করবে এবং বিচারের জন্য রহিত হয়ে যাওয়া অন্য কোন আইনের কাছে যাবে, সে কাফির। ... কাজেই যে এরকম করে মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী সে কাফির।" কেউ যদি তারপরেও বলতে চায়, তাতারদের তাকফীর করার কারণ আল ইয়াসিক নয়, বরং অন্য কিছু, তাহলে তা হবে হাস্যকর; এমন কথা ইবনে কাসীর (রঃ) এর নিজ কথার বিরোধী। ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর কাছে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল– কারণ তারা কলেমার সাক্ষ্য দিতো এবং সমকালীন কিছু মুসলমান বলতো যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হারাম কারণ তারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে। এসবের জবাবেই তিনি মাজমু আল ফাতাওয়া (২৮/৫১০- ৫১১) এ বলেন, "এমন প্রত্যেক দল যারা কোন সুস্পষ্ট ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের ইমামদের ইজমা মতে ওয়াজিব যদিও তারা (কালেমা) শাহাদাহ পাঠ করে"। ইবনে তাইমিয়া (রঃ) তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এভাবেও বলেছেনঃ "যদি তোমরা আমাকে তাদের মাঝে দেখ এবং আমার মাথার উপর আল- কোরআন দেখ, তবুও আমাকে হত্যা করবে।" (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১৪/২৩- ২৪))।

এক্ষেত্রে যারা এটিকে নিষেধ করেছেন, তাঁরা বলেছেন যে, 'এটা হয়তো সম্ভব ছিল যে, তিনি (মৃত ব্যক্তিটি) যদি জীবিত থাকতেন তবে তার ইজতিহাদ পরিবর্তন করতেন। কারণ এটা সম্ভব যে, যখন একটি (নতুন) ঘটনা ঘটতো তখন হয়তো তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতেন, হয় পরিবর্তন করাটা ওয়াজিব হয়ে যাবার কারণে অথবা এটির পরিবর্তন উত্তম হবার কারণে। আর যদি তিনি কোন বিষয়ে তাঁর দেওয়া পূর্বের কোন মতের ব্যাপারে সে বিষয়ে অন্যান্য আলিমদের দেওয়া বিখ্যাত ভিন্নমতসমূহ পর্যালোচনা করতেন এবং তাঁর দেয়া মতটি পুনর্বিবেচনা করতেন, তবে তিনি হয়তো তাঁর পূর্বের মতটি প্রত্যাহার করতেন।'

আর দ্বিতীয় মতটি হল এটির (তাক্বলীদের) বৈধতা বিষয়ক। আর যারা মুজতাহিদ ইমামদের তাক্বলীদ করেন তাদের সকলেই পৃথিবীর সকল ভূখন্ডের ব্যাপারে একই (তাক্বলীদ করার পক্ষে) দৃষ্টিভঙ্গি বহন করেন। কারণ অনুসরণীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম হলো মৃতদের অনুসরণ (তাক্বলীদ)। আর তাদের মধ্য থেকে যে কেউই এই মৃতদের অনুসরণ (তাক্বলীদ) করাকে নিষেধ করেন, তবে এটা তার একটা দাবী যা নিছক তাঁর কথার মাঝেই সীমাবদ্ধ, কারণ তাঁর আমল এবং তার ফাত্ওয়াসমূহ এবং তাঁর বিধিসমূহ সেটির বিরুদ্ধেই যায়। আর মৃতব্যক্তিদের মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁদের উক্তিসমূহ মৃত্যুবরণ করে না, ঠিক যেমন বর্ণনাসমূহ মৃত্যুবরণ করে না বর্ণনাকারীগণ এবং বর্ণনাসমূহের বাহকদের মৃত্যুর সাথে।" - আল ইলাম আল মুআক্কিয়িন, ভলিউমঃ ০৪/২১৫

আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ

আমাদের ইমেইল ঠিকানাঃ

contact.ansarullah@yahoo.com

আমাদের পাবলিক কিঃ

#---Begin Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit---
pyHAv2KZ92gFwrpdV8RunAxwLqRGgTuUXeJS3te22hggmoqD8R
0Ssk7s5It+0TYz5WNl3Tx8+3gTvwU7Uxj2EFWXnD91BDOLfyoZ
T5IPX+AfZ/cB5+8UfpHOtvhAZoHe8R8dq48BirwJ9fgDzXfe8N
ZDpVky2p9HHPiNtOh3WzOaSHm3zefx/PVUR7tBVUIkCy6cHSro
9Yzqzhf0UB56k6UoHC7pHBRNx2FrbVtbf4qEAPeRtmZKAzpZ8b
DeODNn/n90pMXgfc54LjZ2K8k7TIh/29ztAg8RdQXx0b7s1XOn
yJrETTVtI07xvROBWig82ikA0dCOkv7uS+zWwZIKoKTEoH0wqq
sifkD0q2eGH0HK3TcwOr0XC479hLxzEgi7LVyI7UYV8WKIdEUD
GOnk9xt9qO1LWIzIcu9XkFV9I39TsK9PbTqoRVwifleXsx65Dp
tM+oUpIfbRd95H6/uyQ/CLvDCQLddDycKOhdhCahbI+PIvxVWj
lRUmh3jecAXjBOxdIFMywb6TBGNWFJc6EaKuPebauFuKAz1pSx
gg+A==

#---End Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit---

আলোচক শাইখ আব্দুল ক্বাদির ইবনে আব্দুল আযিয (দাঃ বাঃ)

আলোচক শাইখ আব্দুল ক্বাদির ইবনে আব্দুল আযিয (দাঃ বাঃ)